রম্যলেখকের আলম শাইন-এর সৃজনশীলতা

তাহের ম. শায়েখ

মানব সভ্যতার কল্যাণে এ যাবত যা কিছু আবিস্কৃত হয়েছে তন্মধ্যে ভাষা হচ্ছে অন্যতম। যার মাধ্যমে মানুষ প্রকাশ করেন রাগ-অনুরাগ, সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুভূতি। ইত্যাদি কারণেই ভাষাকে মানুষের দ্বিতীয় সত্তা বলা হয়ে থাকে।

সভ্যতার দোর গোড়া থেকেই দেখা যায় মানুষ সত্তাকে বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছেন সৃষ্টিশীলতার। যার উৎকৃষ্ট উদাহরন হচ্ছে গুহা চিত্র। এ গুহাচিত্রের অংকন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য সাধনার। যে সাধনা একাগ্রচিত্তে করে যাচ্ছেন আজকের তরুণরা। তারা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য মরিয়া হয়ে কাজ করেছেন। তেমনি একজন সাহিত্য সাধক হচ্ছেন রম্যলেখক আলম শাইন।

বাঙলী রসপ্রিয় হলেও তার ধারাটি সাহিত্য ক্ষেত্রে অত্যন্তক্ষীণ। সেই ধারাকে বেগবান করতে তেমন একটা কেউ এগিয়ে আসেননি আমাদের খ্যাতনামা লেখকগণ। আলম শাইন সেই নিস্তরঙ্গ ধারাটিকে বেগবান করতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে চলছেন নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। এ যাবত তিনি ৮২টি রম্যরচনা লিখে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। পাশাপাশি ছোট গল্প লিখেছেন ১৬টি। যা বাংলাদেশ, ভারতের (কলকতা) বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক জনকন্ঠ প্রত্রিকায় তিনি নিয়মিত রম্যরচনা লিখছেন। এছাড়া তাঁর ৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং ২টি প্রকাশিতব্য। প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে : ওরাই এখন মুক্তিযোদ্ধা, ঘুষ নিয়ে ঘুষাঘুষি, ওস্তা । প্রকাশিতব্য গ্রন্থ দুটি হচ্ছে দৌড়, মাইট্যা ব্যাংকের গভর্ণর। “ওরাই এখন মুক্তিযোদ্ধা” লেখকের প্রথম উপন্যাস। বর্তমান সমাজ পেক্ষাপট নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। গ্রাম্য চেয়ারম্যানের পোষা ক্যাডার ছমির। এক সময় নিজেই চেয়ারম্যানকে হত্যা করে ইউনিয়ের চেয়ারম্যান হয়। তার একটি বিশেষ হত্যাকান্ডের সাক্ষী হেকমত চোরা। সুযোগ বুঝে একদিন চেয়ারম্যান তার চোখ উপড়ে ফেলে। এভাবে বিভিন্ন অপকর্ম করে এক সময় মুক্তিযোদ্ধা সাজার ইচ্ছেতে বিভোর হয়ে পড়েছে। যদিও পরবর্তীতে তা পূর্ণ হয়নি। “ঘুষ নিয়ে ঘুষাঘুষি” এটি একটি রম্যগ্রন্থ। গ্রন্থের ৩১টি রম্য রচনা দৈনিক প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, দৈনিক জনকন্ঠ, ও কলকাতার সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। চমকপ্রদ রস রচনাগুলো মধ্যে ঠেলা, ভোটতন্ত্র, মিনি থেকে মিনিষ্টার, ঘুষ, দাম্পত্য কলহ, র‌্যাট, ক্যাট ও পুলিশ ইত্যাদি রম্য রচনাগুলো যেন সমাজের জীবন্ত ছবি।

“ওস্তা” উপন্যাসটি আলম শাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব বিষয়ের উপন্যাস । “ওস্তা” একটি আঞ্চলিক শব্দ। লেখকের জন্মস্থান লক্ষীপুর জেলায় হাজাম সম্প্রদায়কে ওস্তা নামে ডাকা হয়। ব্যতীক্রমী বিষয় নিয়ে উপন্যাসের কাহিনীর ব্যাপ্তি ঘটেছে। হাজামদের সুখ-দুঃখ, ইর্ষা, রাগ-অনুরাগ ও জীবন ধারা নিয়ে উপন্যাসের কাহিনীর আবর্তিত হয়েছে। বিষয় বৈচিত্রের কারণে পাঠক উপন্যাসটির রস আস্বাদন করতে পারবেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার আগে দৈনিক জনকন্ঠ পত্রিকায় প্রথম পরিচ্ছেদ ছোটগল্প আকারে প্রকাশিত হয়েছে। যা পাঠে

বোদ্ধা মহলে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন কবি নাসির আহমেদ। চমকপ্রদ এ ভূমিকায় তিনি ওস্তা উপন্যাসটিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পদ্মা নদীর মাঝি এবং অদ্বৈত মল্ল বর্মণ-এর তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের সাথে তুলনা করেছেন।

আলম শাইন চমৎকার একটি স্বভাব, নিজে যেমনি সাহিত্য সাধনা করেন তেমনি অন্যকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। আর উদারতা, তার জন্মস্থান লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার দশজন ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে ”লেখক সম্মানী” বিতরণ করেন এবং তিনি আজীবন এব্যবস্থা অব্যাহত রাখার ইচ্ছে রাখেন।